মেহেরপুরে নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদের স্মারকলিপি প্রদান

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চলমান সকল নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত করণের দাবিতে মেহেরপুরে স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখা আয়োজিত মানববন্ধন আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। পরে জেলা প্রশাসক বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, গাংনী উপজেলার সভাপতি মোঃ মাসুদুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলার সভাপতি বরকত উল্লাহ।

এসময় বক্তারা বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন হলে দেশে অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করায় পতিত সরকারের চরম বৈষম্যের শিকার নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। বিগত সরকারের দুঃশাসনের সময়ে নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিওভুক্তর দাবিতে ঢাকায় আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট, সংবাদ সম্মেলন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পদযাত্রা ও আমরণ অনশনের মতো অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। যৌক্তিক ও ন্যায্য দাবি না মেনে বরং আমাদের উপর পিপার স্প্রে, জল কামান, লাঠি চার্জ, টিয়ারশেল নিক্ষেপ ও বিভিন্নভাবে অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে।

তারা আরো বলেন, আমাদের প্রত্যাশা-আপনি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে এমপিওভুক্ত করে আমাদের যাবতীয় কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করবেন। কষ্ট লাঘব হলে চিন্তামুক্ত অবস্থায় শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ জনসম্পদ ও উদ্যোক্তা তৈরির প্রয়াসে আমরা কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। দেশের চলমান সকল নন এমপিও

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে এমপিওভুক্ত হলে আমরা বৈষম্যহীন মানবিক বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার করছি।

মানববন্ধনে এছাড়াও নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সহ-সভাপতি মাসুদুর রহমান, উপদেষ্টা ইয়ারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, মুজিবনগর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক মোহা: নুরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে মানববন্ধন

বৈষম্য দূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি- স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে মানববন্ধন করেছে মুজিবনগর উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষিকা বৃন্দ।
আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার সময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে, কেদারগঞ্জ বাজারে মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমির সহকারী শিক্ষক বায়েজিদ আহমেদের সঞ্চালনায়, মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম, শিবপুর দারুল কুরআন দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক ফিরাতুল ইসলাম নাঈম, বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক আনোয়ার হোসেন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল ইসলাম, জয়পুর-তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক, শিবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুস সালাম।
এ সময় মুজিবনগর উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২ শত শিক্ষক মানবন্ধনে অংশ নেয়।
মানববন্ধন শেষে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবি নিয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলামের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৪ উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার(২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মু. তানভির আহমেদ রুমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রনি আলম নুর, মেজর মোঃ তৌফিকুল আলম, মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আকাশ কুমার কুন্ডু, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম কুমার সাহা , ডাঃ ইনজামামুল হক, পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ড. অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, হালদার পাড়া পূজামণ্ডপের সভাপতি শ্রী অনন্ত কুমার হালদার, সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের সেক্রেটারি তপন কুমার সাহা, মেহেরপুর পূজা উদযাপন পরিষদ আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সাধন কুমার দাস প্রমুখ ।

এ সভায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, জেনারেটরের ব্যবস্থা, কন্ট্রোল রুম, আইপি ক্যামেরা, পূজা বিসর্জনে রাস্তা ঘাট পরিস্কার এবং সড়কে আলোকসজ্জা, আযান এবং নামাযের সময় মেনে পূজা উদযাপন, সড়কে নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ ছাড়াও পূজা মন্ডুপের নিরাপত্তায় পুলিশ, আনসার, বিজিবি, স্বেচ্ছাসেবকরা কাজ করবে ও মোবাইল টিম থাকবে।

এবার জেলায় ৩৮টি পূজামণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে সদর ১৪, মুজিবনগর ৭, গাংনী ১৭ টি।

মেহেরপুরে ডেঙ্গুর প্রকোপ, দেড়মাসে আক্রান্ত ৩৬১ রোগী

মেহেরপুর জেলায় আশংকাজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী। পৌরসভা থেকে মশক নিধন স্প্রে না করা, জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে আগাম প্রস্তুতি না নেওয়া ও জনসচেতনতামুলক প্রচারণা না থাকায় মেহেরপুরে আশংকাজনক হারে ছড়িয়ে পড়েছে ডেঙ্গু।

প্রতিদিনই মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ছাড়াও ক্লিনিকগুলোতে ভর্তি হচ্ছেন নতুন নতুন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী।

গত ২৪ ঘন্টায় গত শনিবার (২১ সেপ্টেম্বর) থেকে গতকাল রবিবার (২২ সেপ্টেস্বর) সকাল পর্যন্ত মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ৯ জন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫ ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।

বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৬ জন, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ২৫ ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫ জন ডেঙ্গু রোগী।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যমতে, জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গত আগস্ট মাসে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ৮০, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৬৬ ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫ জনসহ মোট ১৫১ জন ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত করা হয়েছে।

চলতি সেপ্টেম্বর মাসের গতকাল ২২ তারিখ পর্যন্ত মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ১২৪ জন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৭৭ জন ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১০ জনসহ ২১১ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন।

জানা গেছে, আবহাওয়াজনিত কারণে সর্দি-কাশি ও জ্বর দেখা দিয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেকে। পরে অবস্থা গুরুতর হলে হাসপাতালে আসছেন। এখানে রক্ত পরীক্ষা করলেই মিলছে ডেঙ্গুর জীবাণু। আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের ২২ তারিখ পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬১ জন। এ মাসে

আরও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা।

হাসপাতালগুলোতে সরেজমিনে গিয়ে সাধারণ রোগীদের সাথে কথা বলে জানা গেছ, সাধারণ রোগীদের সাথে রাখা হয়েছে ডেঙ্গু রোগীদের। এতে সাধারণ রোগীরা রয়েছে চরম ঝুঁকির মধ্যে।

স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে, স্থান সাংকুলাণ না হওয়ায় রোগীদের এক সাথে রাখা হয়েছে। তবে, ডেঙ্গু রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে হাসপাতালে।

সূত্র মতে জানা গেছে, মেহেরপুর পৌরসভা ও গাংনী পৌরসভার পক্ষ থেকে ফগার মেশিন দিয়ে স্প্রে করার কথা থাকলেও বিগত কয়েক বছর কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও মশক নিধনে পৌরসভা দুটি সেটা করা হয়নি। ফগার মেশিন দিয়ে মশক নিধন ও স্প্রে করার পাশাপাশি ওয়ার্ড পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। এতে এই দুই পৌরসভার মেয়র এই খাত থেকে প্রায় কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়া ডেঙ্গু সংক্রমণ ঠেকাতে বা সতর্কতামূলক প্রচারণার পদক্ষেপ নিতে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদ গুলোও কোনো প্রচারণা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। মশক নিধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ায় শহর কিংবা গ্রাম; সবখানেই ঝোপ জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। এসব স্থান মশার প্রজননকেন্দ্র হিসেবে ধরা যায়। পৌর কর্তৃপক্ষ আজও কোনও প্রচারণা চালাচ্ছেন না। এদিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ কাজের ধীর গতির কারণেও গাংনী পৌরসভা এলাকায় বেড়েছে এডিশ মশা।

গাংনী উপজেলা শহরে রাস্তার দু পাশে খুড়ে ফেল রাখার কারনে স্বচ্ছ পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়ছে। এখান থেকে উৎপাদিত এডিশ মশা এখন সবখানেই ছড়িয়ে পড়ছে।

ডেঙ্গু আক্রান্ত গাংনী পৌর এলাকার বাজার পাড়ার আজিজুল হক রানি, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনীর এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিন, সাংবাদিক মাহবুব আলম, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত নার্স শাকিলা বলেন, ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে হঠাৎ ১০৩-১০৪ জ্বর দেখা দেয়। জ্বর কমে গেলেও ডেঙ্গুর ভয়াবহতা রয়ে যায়। শুরু হয় পেটব্যথা, মাথাব্যথা, বমি, মাথা ঘোরা, পাতলা পায়খানা ও শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) চিকিৎসক আব্দুল আল মারুফ বলেন, অনেকে জ্বর নিয়ে চিকিৎসা নিতে আসছেন। তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে রক্ত পরীক্ষা করার। সেইসঙ্গে স্বাস্থ্য সচেতনতার কথাও বলা হচ্ছে। মশারি ব্যবহার করারও পরামর্শ দেওয়া হয়।

রোগীদের পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু হোক আর হেমোরেজিক হোক, এই সময় জ্বর হলেই পরীক্ষা করিয়ে ওষুধ নেওয়া উচিত। ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আবারও ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে রোগীর অবস্থা বেশি ঝুঁকিতে পড়তে পারে। তাই জ্বর হলেই সতর্ক থাকতে হবে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক চিকিৎসক জমির মোহাম্মদ হাসিবুর সাত্তার বলেন, ‘এ পর্যন্ত গত এক মাস বাইশ দিনে জেলায় ৩৬১ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় কীট, আলাদা ওয়ার্ডসহ সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে। তবে সবখানে প্রচারণা চালানো প্রয়োজন; যাতে সবাই ডেঙ্গু নিয়ে সতর্ক হন। সেক্ষেত্রে বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখা ও নর্দমায় নোংরা পানি বা জলাবদ্ধতা না থাকে, তার ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।’

মুজিবনগরে শতবর্ষী দম্পতির মানবেতর জীবন

বাসিপচা তরকারি আর ভাত খেয়ে বেঁচে আছি। জমিজমা যা ছিল জোর করে সব লিখে নিয়েছে ছেলে-মেয়েরা। আমরা নাকি আবর্জনা হয়ে গেছি তাই বাড়ি থেকেও বের করে দিয়েছে ছেলেরা। বড় মেয়ের ভাগের একটা বাশ বাগানে কিছু পুরোনো টিনের ছাউনিতে কোন মতে ঠাই হয়েছে। বিদ্যুতের আলো কি তা চোখে দেখেনি প্রায় দশ বছর। মাস খানেক হলো প্রতিবেশিরা একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মাঝে মধ্যে মেয়েরা এসে কিছু চাল ডাল দিয়ে যায়, সেগুলো প্রতিবেশির হাড়িতে দিয়ে আসি তারা রান্না করে দিলে খাই। যেদিন রান্নার সুযোগ হয়না সেদিন না খেয়েই দিন পার করে দিই। সর্বশেষ কবে একটু পেটপুরে

ভালো কিছু খেতে পেরেছি মনে পড়েনা। গত পরশুদিনও ছেলের বউরা এসে পচা মাছ আর কচু সাথে বাসি ভাত দিয়ে গেছে সেগুলো দুজনে মিলে দুবেলা খেয়েছি। এভাবেই চোখের পানি ছেড়ে দুঃখের কথা গুলো বলছিলেন ৯৫ বছর বয়সি করিমন নেছা। কথা গুলো শুনে হু হু করে কেদে উঠলেন পাশে বসা করিমন নেছার স্বামী ১০৮ বছর বয়সি রহমতুল্লাহ শেখ।

মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামের দক্ষিনপাড়ার একটি পরিত্যক্ত বাশ বাগানে বসবাস করে শতবর্ষী এই দম্পতি। দাম্পতিক জীবনে তিন ছেলে ও দুই মেয়ের জন্ম দিলেও ঠাই হয়নি তাদের কাছে। বয়সের ভারে নুয়েপড়া, চলাচলে অক্ষম এই দম্পতির শরীরে বাসা বেধেছে নানা রোগ বালাই। ওষুধপত্র তো দুরের কথা খোজ নেওয়ারও যেন কেউ নেই।

রহমতুল্লাহ দম্পতির বাসস্থানে গিয়ে দেখা যায় মাটির মেঝেতে পাটি পেড়ে করিমন নেছা টিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে আর রহমুল্লাহ শেখ একটি পুরোনো বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে। পরে এই প্রতিবেদক সহ কয়েকজন মিলে বাইরে এনে চেয়ারে বসানো হলো রহমতুল্লাকে। জানতে চাওয়া হলো তাদের এই হাল কেন। প্রথমে ভাবছিলেন তাদের ছেলেরা হয়তো এসেছে, তাই তিনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন না ভয়ে। চোখে কম দেখতে পাওয়া রহমতুল্লাহ বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন ছেলেরা নেই তো। তারা থাকলে তো আমাদের মেরেই ফেলবে। মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে অনেক আগেই জমিজমা সব লিখে নিয়ে আমাদের এখানে ফেলে গেছে। তাদের নামে কিছু বললে হয়তো তারা এবার আমাদের মেরেই ফেলেবে। কাদো কাদো সুরে অস্পষ্ট ভাষায় রহমতুল্লাহ আরও বলেন, আমাদের আর কোন আশা ভরসা নেই। এখন শুধু মরার অপেক্ষা করছি বাপ। আমাদের জন্য দুয়া করো।

প্রতিবেশিরা জানান, তাদের এই জীবনে ছেলে-মেয়ে থেকেও নেই। আমরা যত টুকু পারি তাদের দেখি। আমাদের কাছে মাঝে মাঝে রান্নার জন্য চাল দেয়। তা রান্না করে দিই। পাশাপাশি আমরা নিজেরাও খাবার দাবার দিই।

এব্যাপারে ছেলেদের সাথে যোগযোগ করা হলে কেউ কিছু বলতে রাজি হয়নি। তবে বড় ছেলে আজিল শেখের স্ত্রী বলেন, আমরাই তো দেখাশুনা করি। তাছাড়া আবার কে করে।

শতবর্ষী এই দম্পতির মানবেতর জীবন-যাপন করার ব্যাপারে জানেত চাইলে স্থানীয় ইউপি সদস্য ডালিম হোসেন জানান, রহমতুল্লার বয়ষ্ক ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। সেটা দিয়ে কোন মতে চলে। তাছাড়া পাড়া প্রতিবেশি ও আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের ওষুধপত্র কেনার ব্যবস্থা করি। এছাড়াতো আমারও কিছু করার নেই।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম জানান, এরকম দম্পতির ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন তথ্য ছিলনা। আপনাদের মাধ্যমে জানলাম। উপজেলা প্রশাসন থেকে যতটুকু সম্ভব আমি তাদের জন্য ভালো কিছু ব্যবস্থা করব।

মুজিবনগরে সহযোগী স্কুল শিক্ষকদের সাথে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির আয়োজনে, সহযোগী স্কুল শিক্ষকদের সাথে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস হলরুমে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানেজার সুব্রত টুডুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করেন, মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ, মুজিবনগর সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম।

মেহেরপুর সিডিপি এর সিনিয়র অফিসার প্রোগ্রাম রিফাত আল মাহমুদের সঞ্চালনায়, প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপজেলার ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ১৫ জন সহকারী শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের কোলারমোড় এলাকার আব্দুস সামাদ বলেন, রাত দুইটার পরেও লোডশেডিং হয়। ভ্যাপসা গরমে নির্ঘুম রাত কাটাতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্েসের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. আব্দুল্লাহ মারুফ জানান, গরমের কারণে বর্তমানে রোগীরা জ্বর, শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে এদের অধিকাংশই শিশু ও বয়স্ক। তাই বয়স্ক ও শিশুদের দুপুরে রোদের মধ্যে বাইরে বের হওয়া যাবে না এবং বেশি করে পানি পান করতে হবে।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদের সুপারিশেই মাদার গ্রেফতার হয়নি

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সুপারিশ থাকায় অনলাইন জুয়ার গডফাদার মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টারকে পুলিশ তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও গ্রেফতার করতে পারেনি। ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন সরাসরি অনলইন জুয়াড়ীদের সাথে সখ্যতা বজায় রেখে মোটা অঙ্কের আর্থিক সুবিধা নিতেন বলে তিনি অনেককেই গ্রেফতার থেকে বাঁচিয়েছেন। তার অন্যতম মাদার আলী। মেহেরপুর প্রতিদিনে তার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই সময় তাকে শোকজ করেছিলেন। কিন্তু এখনও তিনি বীরদর্পে সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করে যাচ্ছেন।

এনিয়ে ওই সময় পুলিশের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করলেও তা মুখ বুজে মেনে নিয়েছেন অনেক কর্মকর্তা। পুলিশের এক কর্মকর্তা অনলাইন জুয়ার দুর্গে অভিযান চালানোর ওই সময় মেহেরপুর প্রতিদিনকে এমনটি জানিয়েছিলেন। জেলা পুলিশের ওই কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী সরাসরি পুলিশ সুপারকে ফোন করে মাদার মাস্টারকে গ্রেফতার না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে কারণে পুলিশের কাছে দেওয়া অনলাইন জুয়ার এজেন্টের জবানবন্দীতে মাদার মাস্টারের নাম থাকলেও পরে সে নাম কেটে দেওয়া হয়। কারণ হিসেবে তিনি আরও বলেছিলেন, মাদার আলী মহাজনপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আমাম

হোসেন মিলুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আমাম হোসেন মিলু মুলত অনলাইন জুয়ার মূল পৃষ্টপোষক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ফরহাদ হোসেনের ডান হাত। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে মাদার আলী মিলুকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগীতা করতেন। সবসময় মিলুর পাশাপাশি থাকতেন। এরকম বেশ কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ হতেও দেখা গেছে। এমনকি সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পাশে দাড়িয়েও অনেক ছবি তাকে ফেসবুকে দিতে দেখা গিয়েছে।

আরও পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মাদার আলীকে পুলিশ গ্রেফতার না করলেও তার ছেলে দেশের অনলাইন জুয়ার সেকেন্ড ম্যান খ্যাত মোস্তাক নাহিদ অনিককে দুই সহযোগীসহ পুলিশ ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আটক করে।

অনিককে আটকের পর পুলিশ জানিয়েছিল, অনিকের কাছে থেকে দুটি এবং হাসিবের কাছে থেকে একটি অনলাইন জুয়ার চ্যানেলসহ হাতেনাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়। অনিকের কাছে দুটি অনলাইন চ্যানেলের মধ্যে একটি তার নামে এবং অপরটি তার পিতা মাদারের নামে রয়েছে। প্রতিটি চ্যানেলে গড়ে প্রতিদিন আয় হয় ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা। পুলিশ আরো জানায়, মোস্তাক নাহিদ অনিক বাংলাদেশের অনলাইন জুয়া কার্যক্রমের সেকেণ্ড ম্যান হিসেবে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে আসছিলো। অনিক ওয়ান এক্স বেট, মেল বেট ও লাইন বেটের সকল চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করেন। তার কাছে থেকে অনিক নাগাদ, লিনিয়া মাদার নামের দুটি মূল চ্যানেল, এবং হাসিবের কাছে থেকে সাজিব বিকাশ নামের একটি চ্যানেল সহ ব্যবহৃত মোবাইল ও সিম উদ্ধার করেছে।

এর আগে ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বও মেহেরপুর প্রতিদিন ‘মাদার-নুরুল-জামান-মুকুল অনলাইন জুয়ার গডফাদার’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। সংবাদের পরপরই মাদার আলী মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে ছুটে আসেন। প্রথমদিকে অনলাইন জুয়ার কথা অস্বীকার করলেও এক পর্যায়ে স্বীকার করেন তিনি অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ছিলেন।

কে এই মাদার আলী
মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার। তিনি কোমরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ডান হাত মুজিবনগর উপজেলার অপসারিত চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর ঘনিষ্ট

সহচর ছিলেন মাদার আলী। ছোট একটা চাকরি করলেও কোটি টাকা খরচ করে ২তলা বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন তিনি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি লাইনবেট সাইটের এজেন্ট তিনি। তিনি নিজেও এই লেনদেনের সাথে জড়িত এবং তার ছেলে অনিক ঢাকা থেকে তার এসকল লেনদেন করে থাকেন বলে তার ছেলে পুলিশের কাছে আটক হওয়ার স্বীকারোক্তি দিয়েছিলো।

পড়ুন অনলাইন জুয়ার সেকেণ্ড ম্যান অনিক ও তার দুই সহযোগী আটক

দুই বছর আগে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযান শুরু হওয়ার পর মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে যোগাযোগ করেন ক্ষতিগ্রস্থ এক অনলাইন জুয়ার এজেন্ট। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া ভিডিও সাক্ষাৎকারে দুর্লভ কিছু স্বীকারোক্তি দেন। স্বীকারোক্তিতে যাদের নাম জানান, তাদের মধ্যে ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। প্রায় অর্ধশত অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পুলিশ গ্রেফতার করলেও এই চারজনের কাউকেই এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি।

তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে অনলাইন জুয়ার দূর্গ। তারাও হয়েছেন কোটিপতি। এদের রয়েছে প্রায় দু’ডজন এজেন্ট। যারা এই চারজনের চ্যানেল নিয়ে নিয়মিত অবৈধ ট্র্যানজেকশন করে চলেছেন।

পুলিশ সুপারের নামে স্থানীয় অনলাইন এজেন্টদের কাছে টাকা তোলার অভিযোগ ছিলো মাদার আলীর বিরুদ্ধে। তৎকালীন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা দিয়ে তার বাহিনীকে মাঠে নামিয়েছিলেন।

মুজিবনগর থানার ওসি সাইফুল আলমের সাথে সম্প্রতি যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের ব্যাপারে পুলিশ তৎপর রয়েছে। যারা অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত তাদের তথ্য অনুসন্ধানের কাজ চলছে। যে কোন সময় তাদের গ্রেফতার চালানো হবে।

শিক্ষক সমিতির মুজিবনগর উপজেলা শাখার কমিটি গঠন

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি মুজিবনগর উপজেলা শাখার কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে এই শিক্ষক সমিতির কমিটি গঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে জয়পুর-তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক এর সভাপতিত্বে, জেলা কমিটির সদস্য বৃন্দুর উপস্থিতে আলোচনা সভার মাধ্যদিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। সর্বসম্মতি ক্রমে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম কে সভাপতি, মুজিবনগর আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক শরিফুল ইসলাম কে সাধারণ সম্পাদক ও এম এম একাডেমী এর সহকারী শিক্ষক বায়েজিদকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি আজিজুল হক কমিটির ঘোষণা করেন।